

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

■ কৃষিবিদ মো.সামছুল আলম ■



এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩

এপ্রিল (রোববার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোষ্টি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাল্লারিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। রাজধানীর সচিবালয় সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাড়সদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালনী, সেজন বাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩ টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোষ্টি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাল্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাল্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ ও বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনভুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত নসিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও বেশ কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক

ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোষ্টি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)

মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছেন। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-

২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষ ভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের উপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ কোটি টাকা নগদ প্রদাননা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি)নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ খামারিকে মিল্ক জিন সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭ টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক জয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১ টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ২৪১ টি জুন ২০২২ এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় ফ্লটার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেনো কোন প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেকোন মাসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় বেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গতবছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উক্কুত পশু অবিক্রীত ছিলো। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারী ও চাষীদের ক্ষতি হার খেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনায় সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষী, খামারী বাচঁবে দেশে দেশে বাঁচবে। লেখক : কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম, গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম



একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন মূল্যের উর্ধ্বগতি, তখন সুলভ মূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোন্ধি ও মাংসের আন্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে।

পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি আন্যমাণ গাড়িতে পাশ্চুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ডেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বাড়বে এবং প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোলা চত্বর, নিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, কালশী, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আনামবাগ, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাজ্ঞানাজী, জাপান গার্ডেন সিটি ও নতুন বাজারে আন্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোন্ধি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্রাই চেইন সচল রেখে ন্যায্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্রাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই আন্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আন্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে।

সুলভ মূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্য যাতে ভেজাল না থাকে, মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১ হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১ হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে নেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস বাড়িয়ে ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রি করা হবে।

তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের

উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোন্ধি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের আন্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে।

বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন অঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। হিরুমূল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক

৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কয়োনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারিকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিস্ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। ১ লাখ ৪৯ হাজারের বেশি খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রতিউপার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির লোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক কেনা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি আগামী জুন মাসের মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহার দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্ধৃত পশু অবিক্রীত ছিল। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্ত্রীীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় আন্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন সময়ে আন্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাতপণ্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাহী, খামারী বাটবে ফলে দেশও বাঁচবে।

লেখক: গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।



দৈনিক ইত্তেফাক, ১৩/৪/২২ রমজান মাসে মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম

একশ্রমির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুতদার, মুনাফাগোষ্ঠী চাকুরে কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুনত মূল্য মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মন্ব্য ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় একে মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল (ববিবার) রাজধানীতে সুনত মূল্যে দুধ, ডিম, পোলটি ও মাংসের আম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি আম্যমাণ গার্ভিতে পাঙ্করিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, জেসড ব্রালার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে।

রাজধানীর সচিবায়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর বাতাসদ, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালনী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে আম্যমাণ গার্ভিতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। সুনত সাপ্লাই চেষ্টা সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে পুষে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই আম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আম্যমাণ এ বিক্রয়

প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিসিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাপক সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নিবাহন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিক্স ক্রিম সেপারোটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রতিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণিচিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টার হাউজ তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ কিমা নীতি



বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে

কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুনতমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্য যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে সোয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলাতিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গার্ভিতে ১ হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রংলার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১ হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গার্ভিতে ১ হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর।

মাংস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশে মন্ব্য ও

প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলাচ্ছে। আর এসব উদ্যোগের জন্মই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো গ্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো গ্রাণী আমদানি না করা হয়, সে বিকিয়ে মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদি পশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগে ২৮ লাখ ২৩ হাজার ২৫৩টি উদ্ধৃত পশু অবিক্রীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মন্ব্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনায় উৎপাদিত মাছ ও মন্ব্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় আম্যমাণ ও অনলাইন বাজারবেস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন আম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মন্ব্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাচার ফলে দেশেও বাচবে।

● লেখক: গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মন্ব্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়



কেবল পানাহার বন্ধ রাখাই রোজা নয়

পবিত্র মাঘে রমজানের পঞ্চম দিনের রোজা অতিবাহিত করার আমরা তৌফিক লাভ করেছি, আলহাম্মুলিল্লাহ। পবিত্র রমজানের এইদিনগুলো বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ যথাযথ ধর্মীয়/ভাবগার্ভির সাথে অতিবাহিত করছেন।

এখন আমাদের সবার আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত, এই যে রোজাগুলো আমরা পালন করেছি আল্লাহপাকের সন্তষ্টির জন্য, আসলেই কি আমরা এ দিনগুলোতে আল্লাহর নির্দেশমত জীবন পরিচালিত করেছি? আমরা কি মিথ্যা বলাসহ সব প্রকার পাপ থেকে বিরত থেকেছি? আমরা কি আমাদের ব্যবসায় অধিক মুনাফার চিন্তা ত্যাগ করেছি? আমরা কি আল্লাহর ধ্যানে কিছুটা সময় অতিবাহিত করেছি?

আমাদের উত্তর যদি না হয়, তাহলে এই রোজা রাখা আমাদের কোনো কাজে আসবে না। কেননা রোজা মানুষের মাঝে এক ধরনের বিনয়, বৈশি, সর্বপ্রকার পাপ মুক্ত এবং সহ-কমতা সৃষ্টি করে। আর রোজার মাধ্যমে মানুষ তার নিজের নার্কসের সংশোধনও করে। যেব্যক্তি রোজা রেখে বৃথা কাজকর্ম করে, মিথ্যা কথা বলে, ধোকা দেয়, ব্যবসায় মানুষকে প্রতারিত করে, এমনটি করলে এই রোজা রাখা তার জন্য কোন কাজে লাগবে না। বরং এটি শুধুমাত্র উপবাস থাকারই নামান্তর।

আমাদের প্রিয় নবি (সা.) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলা এবং এর ওপর আমল করা থেকে বিরত থাকেনা আল্লাহতায়ালার জন্য তার উপবাস থাকে এবং পিপাসার্ত থাকার কোন প্রয়োজন নেই।

অর্থাৎ তার রোজা রাখা বেকার বলে গণ্য হবে' (বুখারি, কিতাবুস সওম)। অর্থাৎ যখন মানুষ রোজার প্রকৃত উদ্দেশ্য থেকে গাফেল হয়ে যায় তখন সে শুধু নিজেকে উপবাসই রাখে যা আল্লাহতায়ালার জন্য কোন প্রয়োজন নেই। আল্লাহ মানুষের অন্তর দেখেন, কোন নিয়তে সে রোজা রাখছে এটাই মূল বিষয়।

হজরত ফাতেমা যাহরা (রা.) বলেছেন: 'যে ব্যক্তি নিজের জিহবা, চোখ, কান সহ অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সংহত করতে পারে না তার রোজা কোন কাজেই আসবে না' (বিহারুল্ল আলওয়াল, খণ্ড ৯৩, পৃষ্ঠা ২৯৫)।

একজন ব্যক্তির কেবলমাত্র অভুক্ত আর পিপাসার্ত থাকাই রোজার মূল উদ্দেশ্য নয়। কেননা মহানবি (সা.) বলেছেন: 'তোমাদের কেউ যখন কোনদিন রোজা রাখে, সে যেন অশ্লীল কথা না বলে এবং গোলামাল ও ঝগড়াঝাট না করে। যদি কেউ তাকে গালি দেয় অথবা কেউ তার সাথে ঝগড়াঝাট করে তবে তার বলা উচিত, 'আমি রোজাদার' (বুখারি)।

তিনি (সা.) আরেক স্থানে বলেন, 'যে ব্যক্তি রোজাদার আর সে যদি ছুপ থাকে তাহলে সেটাও তার জন্য ইবাদত, তার ঘুমও ইবাদত হিসেবে গণ্য করা হবে। তার দোয়া গ্রহণীয় হবে। আর তার আমলের প্রতিদান বাড়িয়ে দেয়া হবে'।

মহানবি (সা.) আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন, যারা রমজান মাসে প্রবেশ করেছে এবং আন্তরিকতার সাথে রোজা রাখছে তাদের চেহারাও এক পবিত্র পরিবর্তন দেখা যায়, তাদের আত্ম নূরানী হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয়। আর শয়তানকেও শিকল দিয়ে বেধে রাখা হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি রমজান থেকে কল্যাণ না উঠিয়ে কেবল সেহরি আর ইফতার করে তার জন্য এই রোজা কোনো কাজের নয়।

তাই আসুন, রমজানের দিনগুলোকে কাজে লাগাই, অনেক বেশি ইবাদত-বন্দেগীতে রত হই, বেশি বেশি দুরুদ শরীফ পাঠ করি। আল্লাহপাকের স্মরণে নিজেকে নিয়োজিত করি আর ফিতরানা, ফিলিয়া সহ অধিকসংখ্যে সদকা-খয়রাত করি। আমরা যদি এনাটি করতে পারি তবেই না এই রমজানে আমাদের আত্মা হয়ে ওঠবে প্রশান্তিপ্রাপ্ত। আর আল্লাহপাকও তাকে সন্মোদন করে আস্থান জানাবে, হে প্রশান্তিপ্রাপ্ত আত্মা! তুমি তোমার রবের জান্নাতে প্রবেশ কর। হে পরম কৃপাশীল প্রভু! পবিত্র রমজান মাসের বরকত ও কল্যাণ থেকে তুমি আমাদেরকে কল্যাণমুগ্ধ কর, আমিন।

কোন দিকে এগুচ্ছে ভবিষ্যৎ পৃথিবী

রায়হান আহমেদ তপাদার

উনিশ শতকে মানুষ গড়ে মাত্র ৩৭ বছর বাঁচত, আজকে বাঁচছে ৭৮ বছর। কাজেই সিদ্ধান্তটি পর্যায়ে পৌঁছাতে না পারলেও আগামীতে যে গড় আয়ু বেড়ে ১০০ পার করবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে সামান্য আর্থনামাজিক ভারসাম্যহীনতাতেই কিন্তু ভীষণ রকম ডিস্টোপিয়ান হয়ে উঠতে পারে। দেখা দিতে পারে আরও বেশি অসাম্য; সেখান থেকে হতশাশি ও নৈরাজ্য। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যাচিয়ে উৎপাদনে রোবটের ব্যবহার এমন একপর্যায়ে পৌঁছতে পারে যে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিশাল জনগোষ্ঠীর সঙ্গে ধনী দেশগুলোর সম্পদের ফারাক অনেকগুণ বেড়ে যাবে উন্নত দেশগুলোর ক্রটিহীন অসম্মাতির কারণে। এরা তাঁদের বিপুল সম্পদ নিয়ে প্রথমে পৃথিবীর আন্তর্জাতিক পানী-সীমানায় নিজস্ব কৃত্রিম দ্বীপ বানিয়ে বড়লোকপাঁড়া স্রাবন করবে। যাইহোক মূল কথায় আসা যাক চলতি বছরের ৯ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেন অভিজান গুরুত্ব আণের দিন পুতিন ঘণ্টাব্যাপী এক দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতেই ইউক্রেনের আলাদা কোনো রাষ্ট্রের ইতিহাস নেই এবং ইউক্রেন রুশ জাতি ও ইতিহাসের অংশ বলে উল্লেখ করেন তিনি। এতে করে ইউক্রেনের স্বাধীন দেশ হিসেবে অস্তিত্ব লাভের বিরুদ্ধে পুতিন হৃদয় ফাউন্ডেশন অব জিওপলিটিক্সে উল্লিখিত ডুগিনের বক্তব্যই তুলে ধরেন। ডুগিন উল্লেখ করেন, ক্রাইমিয়ায় রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ইউক্রেনকেও অংশ বানাতে হবে রাশিয়ার। পুতিন ডুগিনের প্রথম পারামর্শ ২০১৪ সালে বসবাস করেন। একই সাথে মস্কোয় অঞ্চলে রুশ বংশোদ্ভূত গ্রিককে দিয়ে লুভান্স ও ডনেটস্কের একটি অংশ দখল করে নেয়া হয়। আর এবার ইউক্রেনের সর্বাত্মক সামরিক অভিজান শুরু করার প্রস্তাবে এই দুই অঞ্চলকে স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন পুতিন। কিন্তু ডুগিনের পরিষ্কার কথা ছিল,

ইউক্রেনকে রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত করা উচিত; কারণ একটি রাষ্ট্র হিসেবে ইউক্রেনের কোনো ডু-রাজনৈতিক অর্থ নেই, কোনো বিশেষ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বা সার্বজনীন তাৎপর্য নেই, কোনো ভৌগোলিক স্বাভাব্য নেই, কোনো জাতিগত বৈশিষ্ট্য নেই। এর নির্দিষ্ট আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমগ্র ইউরেশিয়ার জন্য একটি বিশাল বিপদের কারণ হতে পারে। ইউক্রেনীয় সামস্যা, মহাদেশীয় রাজনীতি নিয়ে কথা বলা সাধারণভাবে অর্থহীন। ইউক্রেনকে স্বাধীন থাকার অনুমতি দেয়াই উচিত নয়। পুতিন এসব কথাই তার প্রাকৃতিক ভাষণে বলেছিলেন রাষ্ট্রিক ক্ষমতার সাথে ডু-রাজনৈতিক দর্শনের সন্নিহন ঘটলে ক্ষমতার রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ডে তার ব্যাপক প্রভাব পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সাম্যুলে হান্সইউটনের সত্যতার সত্যকে গ্রহণ করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডুগিনের বৃশ যখন সন্ত্রাসবিরাগী হয়ে নেনে মুসলিম রাষ্ট্রগুলোতে একের পর এক অভিজান চালান তখন আমেরিকান প্রশাসনের রাজর থেকে বেশ খানিকটা বাইরে থেকে যাও পুতিনের কর্মকাণ্ড ও রাশিয়ার ভবিষ্যৎ পরিষ্কার। অচ্যু পুতিন কেবল দেশ চালানোয় জ্ঞা ক্ষমতায় আসেননি। তিনি রুশ সাম্রাজ্য বিস্তারের এক আত্মীয় সভাব্যে নিজে ক্ষমতায় আসেন। পুতিনের এই উচ্চাটনের গুরু হলেন যার্টোপর্ব বয়সী আলেকজান্ডার ডুগিন। ওয়াশিংটন পেটে গত ২২ মার্চ প্রকাশিত এক কলামে ডুগিনের পুতিনের মস্তিষ্ক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে রুশ সৌন্দর্যবাদ ও দার্শনিক আলেকজান্ডার ডুগিনকে। ডুগিনের কাঙ্ক্ষম যদি কেবলই উড়ে মধ্য সীমিত থাকত তাহলে এর প্রভাব বিশ্বপরিষ্কৃতিকে সেনে একটা প্রভাব হত। পুতিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ডুগিনকে দেশটির ভবিষ্যৎ আত্মিক গাইড হিসেবে গ্রহণ করেছে। সর্বশেষ খবর অনুসারে

ডুগিনের পুতিন ইউক্রেনে রাশিয়ার বিশেষ সামরিক অভিজানের প্রথম পরের সমাপ্তি ঘোষণা করে বলেছেন, দ্বিতীয় পরে তিনি ইউক্রেন অঞ্চলের স্বাধীন ঘোষিত লুভান্স ও ডনেটস্ক জেরারপা অভিজান চালানো। ইউক্রেন অভিজানের সাফল্য-বার্ণাটা মূল্যায়নের সময় হতো তা এখনো আসেনি। এক মাস আগে ইউক্রেন অভিজান গুরুতর সমস্যে পড়ানো করা হলেই অনধিরা এক সম্ভাব্যে মধ্যে কিয়েভের পতন ঘটবে। এক মাসের বেশি সময় পরও সেভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো শহরের পতন ঘটতে পারেনি ক্রেমলিন বাহিনী। এখন মস্কো ভাড়াতে সেনা খুঁজছে ইউক্রেনে যুদ্ধ করবে। এর একটি কারণ হতে পারে রাশিয়ার যে সামরিক শক্তিমত্তা হিসাব করা হয়েছিল বাস্তব অবস্থা হয়তো সে রকম ছিল না। আর ইউক্রেনের প্রতিরোধ শক্তি সম্পর্কে যে ধারণা করা হয়েছিল বাস্তব তা অনেক বেশি রাশিয়ার চাপ বা হুমকির মুখে ইউক্রেনকে শেষ পর্যন্ত নাটো বা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য করা হয়নি। অথবা ইউক্রেনে নাটো সরাসরি সেনা প্রেরণ বা দেশটির আকাশকে তো ন্লাই জেনও ঘোষণা করা হয়নি। তবে রাশিয়াকে টেকানোর জন্য পশ্চিমারা সর্বাঙ্গিক অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। একই সাথে ইউক্রেনকে আন্তর্জাতিক আন্তর্জাতিক আয়োজিত হয়েছে। পুতিন এর আগে ক্রাইমিয়া দখল করেছেন, জর্জিয়ার দুটি অঞ্চলে রুশ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন, কাজাখস্তানে সেনা পাঠিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে যে মাত্রার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিল, কাজাখস্তানে সেনা পাঠিয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে যে পশ্চিমা বলয় কেন অনেক বেশি সর্বাঙ্গিক ব্যবস্থা নিচ্ছে ইউক্রেন যুদ্ধের আসল রহস্য কোথায়? পুতিন উল্লেখ করেন ও পুতিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়া ডুগিনের পুতিন তার পূর্বসূরি বরিস ইয়েলৎসিন থেকে বেশ খানিকটা আলাদা।

রমজান মাসে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো.সামছুল আলম



এক শ্রেণির অসাম্য ব্যবসায়ী, মজদুর, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিক আমিসের বাজারেও যখন দ্রব্যবাহিরে উর্দ্ধগতি, টিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিক আমিসের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৬ এপ্রিল (রোববার) রাজধানীতে

সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের আয়াম্যণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পর্যালোচনা থেকে ১০টি স্টানে শুরু হলেও বর্তমানের রাজধানীর ১৫টি বিভিন্ন স্টানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি আয়াম্যণ গাড়িতে পাশ্চিম তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেক্স ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ১০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হ'ছে। এতে জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিক আমিসের ঘাটতি কিছুটা পূর্ণ হবে। রাজধানীর সচিবালয়সঙ্গে আন্দুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোলা চত্বর, মিরপুর ৬৩ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান চাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নয়াবাজার, মিরপুরের কান্ধাই, সেগুন বাগিচা, ঝিলাগাঁও, এলেনবাড়ী, কাছাড়া, জিমনা গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩ টি স্টানে আয়াম্যণ গাড়িতে করে এরব পণ্য বিক্রি হ'ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাতার চেনন সাল রেখে মূল্য স্ফিটীল রাখার লক্ষে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিক আমিয় ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষে ব্যবসায়ী-ব্যবসায়িকারী-সাপ্লাই চেইনবর্ধনকে সাহায্য করে নিজে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই আয়াম্যণ বিপদনবর্ধন ব্যবস্থায়ন করবে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উদ্যোগ প্রকল্প আয়াম্যণ এ বিক্রয় কার্যক্রম সার্বিক সহযোগিতা দি'ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হ'ছে, সেগুলো যতে স্থাস'সমত ও মানসম্মত হয়, পণ্য যতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যতে যোগাযোগীয় হয়, পণ্য যতে অক্ষয়'কর ও জীবাণুমুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এনাবিটিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করেছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া

পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেওয়ার পরিষ্কার করা হবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা পূরণের চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও হে শ্রেণি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইভে বাঁধানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এনাবিটিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি আয়াম্যণসময়ের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের আয়াম্যণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের এনাবিটিপি হ'ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সার্বিক আয়াম্যণ দপ্তর সংস্কার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ ব্যবসায় মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হ'ছে। বাংলাদেশ উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন পরের চাহিদা মিটিয়ে নিশেের রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিসের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মসৌজ্যক তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপি ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিক জিডিপি ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিক জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১০ দশমিক ১০ ভাগ। সিস্টেমুল্যে ২০২০-২১ অর্থ বছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আদার প্রায় ৫০ হাজার ৩৬০ কোটি টাকা। বিবিএস-২০২১। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ১০ শতাংশ প্রত্যাক এবং শতকরা ৫০ ভাগ পুরোয় অবধি প্রাণিসম্পদ খাতের উপ নিরর্থনশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতকে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কার্যক্রম চালানো রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যালোচনা করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে সার্বিক প্রকল্পের আওতায় কলোনায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া ৯৭ হাজার ২৪৯ লাখ খামারির প্রায় ৭৯ কোটি টাকা নগদ প্রদানো দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২৯ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রধানকারী (এলএসপি)নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫৯

খামারিকে মিল্ক ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭ টি প্রতিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণিক আমিসের খামারির দেরগোড়া গেঁড়ে দেওয়ার জন্য ৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক জয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১ টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকী ১৪৯ টি জুন ২০২২ এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে গিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টোর হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণিকের নিরক্ষম ও পরিষ্কৃত দেওয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতের বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমানতির প্রয়োজন হ'ছে না। অর্থাৎভাবে যেনো কোন প্রাণী আমানতি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নি'ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্কার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিলো তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থ-বছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪৯ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ১২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৯৯ দশমিক ৯০ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গড় পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আছায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূর্ণ করা হয়েছে। এনাবিটিপি প্রকল্পের কোরবানীযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২০টি উদ্ধৃত পশু অধিকৃত ছিলো। করোনাকালীন সময়ে আয়াম্যণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থা মাধ্যমে প্রায় ২ হাজার ৫৫ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিকাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মায়া উৎসাহের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাহী, খামারী বাঁচবে দেশের দেশও বাঁচবে।

কৃষিবিদ মো. সামছুল আলম
গবেষণাগার কর্মকর্তা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত দপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

রমজানে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ

মো. সামছুল আলম



এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষ্যে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোল্ট্রি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। রাজধানীর সচিবালয় সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুনবাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোল্ট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্রাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্রাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভ মূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ার ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি

দেওয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫ শ' কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা

ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিশ্ব ব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭ শ' কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২ শ' প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ' খামারিকে মিক্স ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণি চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এরমধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্ট্রটার হাউস তৈরি করা হবে। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনার সময়ে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫ শ' কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে।

মো. সামছুল আলম : কৃষিবিদ; গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
alam4162@gmail.com

রমজানে প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মহৎ উদ্যোগ

কৃষিবিদ মো. সামুচুল আলম

এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী, মজদদার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল (রোববার) রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোস্তি ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়েছে। ১ রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে পাশ্চাত্য তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে। রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবদুল গণি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান ঢাকার নয়াবাজার, আরাশবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেগুন বাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে ভ্রাম্যমাণ গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোস্তি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সতেজ প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এই ভ্রাম্যমাণ বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প ভ্রাম্যমাণ এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্য যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুযুক্ত না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদফতর এবং এলডিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে দেড় হাজার কেজি দেয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ

অধিদফতর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫শ' কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একইসঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলডিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোস্তি অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি



উপকৃত হয়েছেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদফতর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রফতানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মোদ্যোক্তা তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে

গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল

বিশ্বব্যাপকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫ লাখ ৯৭ হাজার ২৪৯ জন খামারির প্রায় ৭শ' কোটি টাকা নগদ প্রণোদনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ২শ' প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫শ' খামারিকে মিক্স ক্রিম সেপারেটর মেশিন দেয়া

হয়েছে। এছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রতিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে। এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টুটার হাউস তৈরি করা হবে। একইসঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বিমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেয়ার সিস্টেম ও ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে। মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দফতর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ মেট্রিক টন ছিল তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ মেট্রিক টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ মেট্রিক টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উদ্ধৃত পশু অবিক্রীত ছিল। করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষিদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। করোনাকালে ভ্রাম্যমাণ ও অনলাইন বিক্রয়ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫শ' কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মৎস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে, ফলে দেশও বাঁচবে।

লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দফতর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

দৈনিক প্রতিদিনের সংবাদ

১০/৪/২২

পর্যবেক্ষণ

মো. সামছুল আলম

অসামু ব্যবসায়ী দমনে বিকল্পে সরকার



ছবি : সংগৃহীত

মতস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এক গ্রেণির অসামু ব্যবসায়ী, মজদুর, মনফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে গুরু করে প্রয়োজনীয় নিতাপণের নাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন অব্যবস্থার উল্লেখ্য, ঠিক তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মতস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে মূল্য মূল্যে দুধ, ডিম, পোলটী পছন্দে রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলেও বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রতিটি আয়তন গাড়িতে পাঞ্জারিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ডেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে প্রাণিজ আমিষের ঘাটতি কিছুটা পূরণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়সংলগ্ন আবুল গনি রোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিলপুর মাতৃসদন, পূর্বান ঢাকার নয়াবাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালশী, সেকেন্দরাগিচা, হিলাগাও, এলেনবাড়ী, যাত্রাবাড়ী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ ১৩টি স্থানে আয়তন গাড়িতে করে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোলটী, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাগরই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাগরই চেইনসংশ্লিষ্ট সবাইকে সঙ্গে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই আয়তন বিপণনব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প আয়তন এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভমূল্যে বিক্রির পাশাপাশি যে পরিবহনগুলোয় এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে যাতনহীন ও মানসমত হয়, পণ্য যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে সোয়াদেস্তীর্ণ না হয়, পণ্য যাতে অল্পস্বাদকর ও জীবাণুবৃত্ত না হয়, সেজন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এলাভিডিপি প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে।

বিক্রির প্রথম দিন ১৩টি গাড়িতে ১০০০ কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস (প্রতিটি এক কেজি করে), ১০০০টি ডিম ও ২০০০ লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে বিপণন সাড়া পাওয়ায় ১৩টি গাড়িতে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে লেভ হাজার কেজি দেওয়ার পরিকল্পনা করছেন প্রাণিসম্পদ

অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৪০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। খাসির মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রি করা হবে। তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এলাভিডিপি প্রকল্প এবং ডেইরী ও পোলটী অ্যান্ডোসিটেশনের সহযোগিতায় সুলভমূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের আয়তন বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছে।

মতস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশে মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা মেটাতে, বেকারের দূর করা, কর্মোদ্যোগ তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের জিডিপির ৫ দশমিক ১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মতস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০১০-১১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৩ দশমিক ৮০ ভাগ এবং জিডিপির আকার প্রায় ৫০ হাজার ৩০১ দশমিক ৩ কোটি টাকা (বিবিসিএস-২০২১)। জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ প্রত্যক্ষ এবং শতকরা ৫০ ভাগ পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল।

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী খাতকে আরো সমৃদ্ধ করতে বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় প্রাণিসম্পদ খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় প্রকল্প 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন' প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করছেন। প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি উদ্যোগ ও ৪৯ হাজার ৪৯২ জন খামারির প্রায় ৭০০ কোটি টাকা নগদ প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রকল্প এলাকায় ৪ হাজার ১০০ প্রাণিসম্পদ সেবা প্রদানকারী (এলএসপি) নির্বাচন করা হয়েছে। ১ হাজার ৫০০ খামারিকে মিক্স ক্রিম পেপারের মেশিন দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ১ লাখ ৪৯ হাজারের অধিক খামারিকে যুক্ত

করে ৪ হাজার ৫৯৭টি প্রতিউসার গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে। এর আওতায় প্রাণী চিকিৎসা খামারির পোরগোডায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য ৩৩০টি মোবাইল ভেন্টিলেটরি ক্লিনিক কেনা হয়েছে। এরই মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪৯টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে করে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্টার্টার হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বীমানীতি গ্রহণ, প্রাণীদের নিবন্ধন ও পরিচিতি দেওয়ার সিস্টেম ও ডেটাবেইস উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এসব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে কেনা কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয়, সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা দিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ টন ছিল, তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ টন, দুধের উৎপাদন ২২ দশমিক ৯০ লাখ টন থেকে বেড়ে তা ২১৯ দশমিক ৮৫ লাখ টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালসহ পাঁচ বছর ধরে পলিজ স্কুল আজহার্য দেশি গবাদি পশু দিয়ে শতভাগ কোরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কোরবানিমোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উল্লুত পশু অধিকৃত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষীদের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করতে ভিন্ন এক উদ্যোগ নেয় মতস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় আয়তন ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালীন আয়তন ও অনলাইন বিক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা মূল্যের মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মতস্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাষি, খামারি বাঁচবে-বাঁচবে দেশ।

লেখক : গণযোগাযোগ কর্মকর্তা মতস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
মতস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
alam4162@gmail.com

সুশীত মূল্যে নিত্যপণ্য বিক্রয় ইতিবাচক

মো. সামছুল আলম

এক শ্রেণির অগাধ ব্যবসায়ী, মজুতসার, মুনাফালোভী চক্রের কারসাজিতে রমজান মাসে মাছ, মাংস, ডিম, দুধ থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় নিত্যপণ্যের দাম বাড়ে। এ মাসে প্রাণিজ আমিষের বাজারেও যখন দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, তিক্ত তখনই সুলভমূল্যে মানুষের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে সরকারের মতন্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এক মহৎ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ উপলক্ষে গত ৩ এপ্রিল রাজধানীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম, পোলট্রি ও মাংসের আয়তায় প্রস্তুত প্রক্রিয়াকর্মের উদ্বোধন করা হয়েছে। পহেলা রমজান থেকে ১০টি স্থানে শুরু হলো বর্তমানে রাজধানীর ১৩টি বিভিন্ন স্থানে ২৮ রমজান পর্যন্ত এই বিক্রয় কার্যক্রম চালু থাকবে। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তুত প্রক্রিয়ায় গার্ভেজ পাস্তুরিত তরল দুধ প্রতি লিটার ৬০ টাকা, গরুর মাংস প্রতি কেজি ৫৫০ টাকা, খাসির মাংস প্রতি কেজি ৮০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার মুরগি প্রতি কেজি ২০০ টাকা, ডিম প্রতি হালি ৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হচ্ছে। এতে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। যশে প্রাণিজ আমিষের যাত্রাটি কিছুটা পূর্ণ হবে।

রাজধানীর সচিবালয়লগ্নে আবদুল গণি বোড, খামারবাড়ি গোল চত্বর, মিরপুর ৬০ ফুট রাস্তা, আজিমপুর মাতৃসদন, পুরান তাকার নয়বাজার, আরামবাগ, নতুন বাজার, মিরপুরের কালনী, সোলভাগিচা, খিলগাঁও, এলেনবাজী, যাত্রাবাজী ও জাপান গার্ডেন সিটিসহ মোট ১৩টি স্থানে আয়তায় গার্ভেজ করে এর পণ্য বিক্রি হচ্ছে। গরুর মাংস, খাসির মাংস, পোলট্রি, দুধ ও ডিমের সরবরাহ বৃদ্ধির পাশাপাশি সাপ্লাই চেইন সচল রেখে মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এই উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজে প্রাণিজ আমিষ ও পুষ্টির চাহিদা মেটাতে পারে, সে লক্ষ্যে ব্যবসায়ী-উৎপাদনকারী-সাপ্লাই চেইনগেইনগেইন সর্বাঙ্গিক সঙ্কে নিয়ে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এই আয়তায় বিপণন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প আয়তায় এ বিক্রয় কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতা দিচ্ছে। সুলভ মূল্যে বিক্রয় পাশাপাশি যে পরিবহনগোয়ে এই পণ্য বিতরণ করা হচ্ছে, সেগুলো যাতে স্বাস্থ্যসম্মত ও মানসম্মত হয়, পণ্যে যাতে ভেজাল না থাকে, পণ্য যাতে নেয়োসোল্টারি না হয়, পণ্য যাতে অস্বাস্থ্যকর ও জীবাণুজন্ম না হয়, সে জন্য মন্ত্রণালয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এবং এনালিডিং প্রকল্প নিয়মিত মনিটরিং করছে। বিক্রির প্রথম দিন ১০টি গার্ভেজ একে হাজার কেজি গরুর মাংস, ৪২ কেজি খাসির মাংস, ব্রয়লার ২৫০ পিস

(প্রস্তুতি এক কেজি করে), এক হাজারটি ডিম ও ২ হাজার লিটার দুধ বিক্রি করা হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগে ব্যাপক সাড়া পাওয়ায় ১০টি গার্ভেজে এক হাজার কেজি মাংসের পরিবর্তে নেড় হাজার কেজি দেয়ার পরিকল্পনা করছে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর। ব্রয়লার মুরগির চাহিদা ধারণার চেয়ে বেশি হওয়ায় ব্রয়লার মুরগিও ৫০০ কেজি সরবরাহ করা হবে। হাঁসের মাংস ১৫০ কেজির পাশাপাশি এখন থেকে তিন হাজার লিটার দুধও সরবরাহ করা হবে। একই সঙ্গে ২০ হাজার ডিম বিক্রয় করা হবে।



তবে নিয়ম অনুযায়ী লাইনে দাঁড়ানো প্রত্যেক ব্যক্তি সর্বোচ্চ এক কেজি গরু বা খাসির মাংস, এক কেজি মুরগির মাংস, ডিম এক ডজন, দুই লিটার দুধ কিনতে পারবেন। গত বছর রমজান মাসে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে এনালিডিং প্রকল্প এবং ডেইরি ও পোলট্রি এনালিডিংয়ের সহযোগিতায় সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংসের আয়তায় বিক্রয় ব্যবস্থায় ৩৪ কোটি ৮৫ লাখ ৮৬ হাজার ৪৭ টাকার পণ্য বিক্রি করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ৪৭ লাখ ৩১ হাজার ৩১০ জন ভোক্তা ও ৮১ হাজার ৩৭৭ জন খামারি সরাসরি উপকৃত হয়েছেন।

মতন্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটসহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে আজ বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশে উৎপাদিত মাংস ও ডিম এখন দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির পর্যায়ে পৌঁছেছে। পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা

মেটানো, বেকারত্ব দূর করা, কর্মসদ্যোজ্ঞ তৈরি করা এবং নতুন আঙ্গিকে গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখার ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাত ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। দেশের মোট জিডিপির ৫ দশমিক ০১ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ৩৭ দশমিক ১৯ শতাংশ মতন্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান। এর মধ্যে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১৩ দশমিক ১০ ভাগ। স্থিরমূল্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান শতকরা ১ দশমিক ৪৪ ভাগ। প্রবৃদ্ধির হার

চিকিৎসা খামারির সেবগোষ্ঠায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ৩৬০টি মোবাইল ডেটোরকারী ক্লিনিক ক্রয় করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬১টি বিতরণ করা হয়েছে। বাকি ২৪১টি জুন ২০২২-এর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এতে প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন আরো বৃদ্ধি পাবে।

এ প্রকল্পের অধীনে সিটি করপোরেশনসহ বিভিন্ন জেলা-উপজেলায় স্ট্রাটর হাউস তৈরি করা হবে। একই সঙ্গে প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালা, প্রাণিসম্পদ বিমা নীতি প্রণয়ন, প্রাণীদের নিরক্ষণ ও পরিচিতি দেয়ার গির্সেটম ডাটাবেজ উন্নয়নের কাজ চলছে। আর এগাব উদ্যোগের জন্যই প্রাণিসম্পদ খাতে বিপ্লব এসেছে। এখন কোনো প্রাণী আর আমদানির প্রয়োজন হচ্ছে না। অবৈধভাবে যেন কোনো প্রাণী আমদানি না করা হয় সে বিষয়েও মন্ত্রণালয় ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন দপ্তর বা সংস্থার নিরলস প্রচেষ্টার কারণে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে মাংসের উৎপাদন ১০ দশমিক ৮০ লাখ টন ছিল তা বেড়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮৫ দশমিক ৪১ লাখ টন, দুগের উৎপাদন ২২ দশমিক ৪১ লাখ টন থেকে বেড়ে তা ১১৯ দশমিক ৮৫ লাখ টন এবং ডিমের উৎপাদন ৪৬৯ দশমিক ৯১ কোটি থেকে বেড়ে ২০৫৭ দশমিক ৬৪ কোটিতে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সালগত গত পাঁচ বছর ধরে পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশি গবাদিপশু দিয়ে শতভাগ কুরবানির চাহিদা পূরণ করা হয়েছে। এমনকি গত বছর কুরবানিযোগ্য ২৮ লাখ ২৩ হাজার ৫২৩টি উজুত পশু আবক্ষীত ছিল।

করোনাকালেও দেশের মানুষের প্রাণিজ আমিষের পুষ্টি নিশ্চিত করতে এবং খামারি ও চাষীদের ক্ষতি হাত থেকে রক্ষা করতে ডিম এক উদ্যোগ নেয় মতন্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। করোনার সময় উৎপাদিত মাছ ও মতন্যজাত পণ্য এবং প্রাণী ও প্রাণিজাত পণ্য বাজারজাতকরণে স্থানীয় প্রশাসনের সর্বোচ্চ সহযোগিতায় আয়তায় ও অনলাইন বাজার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল। করোনাকালে আয়তায় ৯ হাজার শেখ কোটি ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রায় ৯ হাজার শেখ কোটি টাকা মূল্যে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম এবং অন্যান্য মতন্য ও প্রাণিজাত দ্রব্য বিক্রি করা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এ ধরনের মহৎ উদ্যোগের কারণে দেশের জনসাধারণ উপকৃত হওয়ার পাশাপাশি দেশের চাহি, খামারি বাঁচবে, ফলে দেশও বাঁচবে।

মো. সামছুল আলম : কৃষিবিদ ও কলাম লেখক।
alam4162@gmail.com